প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

হুযূর-ই আকরামের প্রতি ইঙ্গিতে-ইশারায় এবং পরোক্ষভাবে অশালীনতা প্রদর্শনও কুফ্‌রী

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْاانْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

তরজমা: হে ঈমানদারগণ! 'রা-'ইনা' বলো না এবং এভাবে আরয করো, 'হুযূর, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন! এবং প্রথম থেকেই মনযোগ সহকারে শুনো। আর কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত।

[সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৪, তরজমা কান্‌যুল ঈমান]

বাহ্যত এ আয়াত শরীফে মুসলমানদেরকে (একটি কাজ থেকে) রুখা হচ্ছে এবং একটি বিকল্প কাজের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্বের একটি উজ্জ্বল দলীল। এ আয়াত শরীফের শানে নুযূল বা অবতরণের প্রেক্ষাপট হচ্ছে- সাহাবা-ই কেরামের নিয়ম ছিলো যে, যখন হুযূর আলায়হিস্ সালাম কোন কথা বলতেন এবং সাহাবা-ই কেরামের, তা থেকে কোন শব্দ বোধগম্য হতো না, তখন তাঁরা আরয করতেন-

رَاعِنَا يَارَسُوْلَ اللهِ يَاحَبِيْبَ اللهِ

অর্থাৎ "এ বাণী শরীফে আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি দিন! অর্থাৎ আমাদের খাতিরে কথাটা দ্বিতীয়বার এরশাদ করুন।"

এ رَاعِنَا (সকর্মক ক্রিয়াপদটি) ইহুদিদের ভাষায় একটা গালি ছিলো। ইহুদিরাও হুযূর-ই আকরামের পবিত্রতম দরবারে এ শব্দ (ক্রিয়াপদ) মন্দ উদ্দেশ্যে বলতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর মুসলমানদেরকে এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে- হে মুসলমানরা! এ কলেমা (শব্দ)-এর স্থলে তোমরা اُنْظُرْنَا (উন্‌যুরনা) বলো। অর্থাৎ যদিও তোমরা শব্দটা ভাল নিয়্যতে বলে থাকো এবং উত্তম অর্থ নিয়ে থাকো, কিন্তু ইহুদিরা তো এর কারণে বেয়াদবী করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ্! মাহবূব-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ কেমন মহত্ব প্রমাণিত হলো- খোদ পরওয়ারদিগার-ই আলম আপন মাহবূবের শান এ পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চান যে, এমন কোন কথা বলার অনুমতি দিচ্ছেন না, যে শব্দ দ্বারা অন্য কেউ তার মন্দ ধারণা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এ মাসআলা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর শানে যদি কোন হালকা কথাও মুখ থেকে বের হয়ে যায়, যদিও তাতে কোন মন্দ নিয়্যত বা উদ্দেশ্য না থাকে, তবুও তা কুফর। ফক্বীহগণ বলেছেন, যদি কেউ হুযূর-ই আকরাম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াসসালাম-এর পবিত্র পাদুকা যুগলের প্রতিও বেয়াদবী করে, সে কাফির হয়ে যায়। 'শরহে ফিক্বহ-ই আকবর'-এ ইমাম আবূ ইউসুফ আলায়হির রাহমাহ্‌র বরাত দিয়ে একটি ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে- বাদশাহ্ হারুন রশীদের দস্তরখানায় কদু (লাউ) রান্না হয়ে আসলো। একজন বললো, "হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট কদু পছন্দনীয় ছিলো।" অপর জন বললো, "কিন্তু আমি পছন্দ করি না।" এটা শুনে ইমাম আবূ ইয়ূসুফ তাকে কতল করার জন্য তলোয়ার বের করলেন। আর ফয়সালা শুনালেন যে, "তুই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিস্! কারণ, তুই নিজের অপছন্দের কথা হুযূর-ই আলায়হিস্ সালাম-এর মোকাবেলায় উল্লেখ করেছিস্!" সে তাওবা করলো। তখন তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর দামন শরীফের উপর লোকেরা গোলামীর দাগ লাগিয়েছিলো। অর্থাৎ মিশরবাসীরা মনে করেছিলো- মিশরের এ বাদশাহ্ তো মিশরের গোলাম (ক্রীতদাস)! না'উযুবিল্লাহ্। বিশ্ব প্রতিপালক মিশরে এমন এক দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করলেন যে, সমগ্র দেশের লোকজন নিজ নিজ জমিজমা ও পশু এবং তাদের নিকট যা ছিলো সব কিছু বিক্রয় করার পর শেষ পর্যন্ত তাঁর (হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম)-এর পবিত্র হাতে নিজেরাও বিক্রি হয়ে গেলো। তখন আর কে ছিলো, যে তাঁকে গোলাম বা ক্রীতদাস বলতে পারতো? (তিনি তো এখন সবার মুনিব হয়ে গেলেন!) এ থেকে বুঝা গেলো যে, যেসব লোক এযুগে হুযূর-ই আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর শানে বেদয়াদবীপূর্ণ শব্দাবলী ব্যবহার করে কিংবা ছাপিয়ে প্রকাশ করে সে বে-দ্বীন।

হুযূর-ই আকরাম আল্লাহর গুণে গুণান্বিত

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

اِنَّاارْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلَاتُسْأَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ

তরজমা: নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদাতা এবং সর্তককারী রূপে। আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

[সূরা বাক্বারা: আয়াত-১১৯, কানযুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফেও হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর অনেক ফযীলত ও উচ্চ মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত: এ আয়াত শরীফের উদ্দেশ্য (মর্মার্থ) এ যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম কাফির ও অস্বীকারকারীদের অবস্থা দেখে খুব দুঃখিত হতেন। রহমতের দাবী অনুসারে হুযূর-ই আকরাম-এর আরজু ছিলো যেন সমস্ত মানুষ ঈমান নিয়ে আসে জান্নাতী হয়ে যায়! আর মহান রবের ইচ্ছা ছিলো যে, হে মাহবূব! যেসব লোক আপনার সম্পর্কে অশালীনতাপূর্ণ কথা বলে এবং যেসব লোক আপনার শত্রু হবে তারা যেন আমার বেহেশতের ঘ্রাণ পর্যন্ত না পায়! এদিকে কাফিরদের কুফর ও জেদ দেখে হুযূর-ই আকরামের পবিত্র হৃদয়ে দুঃখ অনুভূত হলো। হুযূর-ই আকরামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, হে মাহবূব! আপনার জন্য ফযর ছিলো 'পৌঁছিয়ে দেওয়া'। তাতো আপনি অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। এখন আপনাকে ক্বিয়ামতে এ প্রশ্ন করা হবে না যে, এ লোকেরা ঈমান কেন আনলো না? আপনি তাদের জন্য জিম্মাদার নন। (আপনাকে তজ্জন্য জবাবদিহি করতে হবে না)।

সুতরাং একেতো এটা বড় মহত্ব যে, রব্বুল আলামীন আপন হাবীবের হৃদয় দুঃখিত হোক সেটা পছন্দ করেন না, এখন আয়াত শরীফে লক্ষ্য করুন-

প্রথম বাক্য হচ্ছে- اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ (আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি)। এ থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর তাশরীফ আনয়ন বান্দার জন্য আল্লাহ পাকের তোহফা। আর মনে রেখো বাদশাহর তোহফাও তোহফাগুলোর বাদশাহ হয়ে থাকে। সুতরাং সমস্ত নি'মাতের মধ্যে এ নি'মাত সর্বশ্রেষ্ঠ নি'মাত।

দ্বিতীয়ত: প্রেরণ করা হয় ওই বস্তু, যা প্রথম থেকে নিজের কাছে মুওজুদ থাকে। বুঝা গেলো যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাম দুনিয়ায় শুভাগমনের পূর্বে আপন রবের দরবারে বিশেষ স্থানে হাযির ছিলেন। কি পরিমাণ সময় হাযির ছিলেন? এর জবাব প্রসঙ্গে একটা রেওয়ায়ত 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ আয়াত لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ -এর তাফসীর বা ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে। তা হচ্ছে একদিন হুযূর আলায়হিস্ সালাম হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, "তোমার বয়স কতো?" তিনি বললেন, "এটা আমি বলতে পারি না। অবশ্য এতটুকু জানি যে, একটা নক্ষত্র সত্তর হাজার বছর পর উদিত হতো। ওই নক্ষত্রকে আমি বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি।" হুযূর এরশাদ ফরমান "আমিই ছিলাম।"

যিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে খাস সান্নিধ্যে এভাবে হাযির থাকতে পারেন, তাঁর উচ্চ মর্যাদাদি তো বলার অপেক্ষা রাখেনা। তিলের তেলও যদি একটি মাত্র রাত ফুলের কাছে থাকতে পারে, তাহলে তাও ফুলের মতো খুশবু অর্জন করে নিতে পারে। সুতরাং হুযূর-ই আকরাম আলায়হিস্ সালাম কেন আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবেন না? শায়খ আবদুল হক্ব আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর 'মাদারিজুন্নুবূয়ত'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, 'হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর অনেক গুণে গুণান্বিত। মিশকাত শরীফ: বাবু ফাদ্বলিয্যিক্‌র-এ এরশাদ ফরমান- আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। আয়াত শরীফে দেখুন "তিনি (হুযূর-ই আকরাম) খালি হাতে আসেন নি। তিনি তিনটি জিনিষ নিয়ে এসেছেন -১. সত্য বার্তাসমূহ নিয়ে এসেছেন, ২. মু'মিনদের জন্য সুসংবাদসমূহ এবং ৩. অস্বীকারকারীদের জন্য শাস্তির খবর নিয়ে এসেছেন। অতঃপর এরশাদ ফরমান- হে মাহবূব! অন্যান্য লোকের মতো আপনাকে এ প্রশ্ন করা হবে না যে, 'অমুক কেন ঈমান আনলোনা? অমুক সৎকর্ম কেন করলোনা?;

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষকে প্রশ্ন করা হবে তোমার সন্তানগণ, তোমার স্ত্রী, তোমার অধিনস্থ লোকেরা, যেমন নওকর-চাকর প্রমুখ কেন হিদায়তের উপর আসলো না? কিন্তু আক্বা-ই দু'জাহানকে এধরনের কোন প্রশ্ন করা হবে না।

তাছাড়া, অন্যান্য নবীর উম্মতগণ ক্বিয়ামতে আরয করবে, 'আমাদের নিকট তো কোন পায়গাম্বর আসেন নি। পয়গাম্বরগণ (আলায়হিস্ সালাম) আযর করবেন, "হে আল্লাহ্! আমরা আপনার বিধি-বিধান তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি।" তখন হযরতে পয়গাম্বরগণ হবেন বাদী, আর তাঁদের উম্মতগণ হবে বিবাদী। হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফার উম্মতগণ হবেন পূর্ববর্তী নবীগণের পক্ষে সাক্ষী। কিন্তু কোন বে-দ্বীন, কোন কাফির ক্বিয়ামতের দিন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর বিপক্ষে এমন কিছু বলার দুঃসাহস দেখাতে পারবেনা। তাদেরও এ ধরনের কোন প্রশ্ন করা হবে না। [সূত্র: শানে হাবীবুর রহমান উর্দু]